অধ্যায় ৮ : গ্রন্থপঞ্জি/পত্রিকাপঞ্জি/রচনাপঞ্জি, পরিশিষ্ট ছবি ও নথিপত্র প্রদানের পদ্ধতি

বিন্যাসক্রম

৮.১ জ্ঞাতব্য বিষয়
৮.২ পরিচিতি
৮.৩ গ্রন্থপঞ্জির সাধারণ পরিচয়
৮.৩.১ গ্রন্থপঞ্জির উদ্দেশ্য
৮.৩.২ গ্রন্থপঞ্জির কাজ
৮.৩.৩ গ্রন্থপঞ্জির ভিন্নতা
৮.৪ গ্রন্থপঞ্জি সংকলনের নিয়ম
৮.৫ অন্যান্য নথিপত্র সহযোগে পরিশিষ্ট নির্মাণের কৌশল
৮.৫.১ গ্রন্থপঞ্জি তৈরিতে গৃহীত সচেতনতা
৮.৫.২ কীভাবে একটি গ্রন্থপঞ্জি সংকলিত হয়
৮.৫.৩ MLA ফর্ম্যাট
৮.৫.৪ APA ফর্ম্যাট
৮.৫.৫ শিকাগো ম্যানুয়াল অফ স্টাইল ফর্ম্যাট
৮.৬ অধ্যায়টি পাঠ করে আমরা কী শিখলাম
৮.৭ অতিরিক্ত পঠন
৮.৮ অগ্রগতি নির্ধারক উত্তর-সংকেত
৮.৯ আদর্শ প্রশ্নাবলি

৮.১ জ্ঞাতব্য বিষয়

এই অধ্যায় পাঠ করে শিক্ষার্থী—

- গবেষণায় গ্রন্থপঞ্জি সংযোজনের নিয়ম বিষয়ে জানতে পারবেন।
- গবেষণায় পরিশিষ্ট নির্মাণের কৌশল শিখতে পারবেন।
- গ্রন্থপঞ্জি ও পরিশিষ্ট নির্মাণের কৌশল আয়ত্ব করে ভবিষ্যতে তার সুষ্ঠু প্রয়োগ করতে পারবেন।

৮.২ পরিচিতি

গবেষণায় গ্রন্থপঞ্জির ভূমিকা অন্যতম। শুধুমাত্র গবেষণা নয়, অন্যান্য একাডেমিক লেখা এবং প্রতিবেদনের ক্ষেত্রেও গন্থপঞ্জির গুরুত্ব অপরিসীম। অধ্যায়টিতে গ্রন্থপঞ্জি সংকলনের নিয়ম এবং পরিশিষ্ট নির্মাণের কৌশল সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

৮.৩ গ্রন্থপঞ্জির সাধারণ পরিচয়

গ্রন্থপঞ্জি হল কোনো প্রবন্ধ বা গবেষণা পত্র লেখার সময় একজন গবেষক যে সকল উৎসের সহায়তা গ্রহণ করেছেন তার একটি তালিকা। প্রবন্ধটি লেখার জন্য তথ্য সংগ্রহ করতে ব্যবহৃত প্রতিটি বই, নিবন্ধ, এমনকি অডিও এবং ভিডিও তথা ব্যবহৃত আন্তর্জাল গ্রন্থপঞ্জিতে উদ্ধৃত করতে হবে যাতে গাইড বা প্রশিক্ষক (এবং অন্যরা যারা এটি পড়বেন) তথ্য, পরিসংখ্যান এবং আনুষঙ্গিক উপকরণ সহজে খুঁজে বের করতে পারেন।

৮.৩.১ গ্রন্থপঞ্জির উদ্দেশ্য:

গ্রন্থপঞ্জি হল একজন লেখকের লেখা তৈরির জন্য ব্যবহৃত উৎসের তালিকা। এটি প্রায় প্রতিটি ধরনের একাডেমিক লেখার সাথে থাকে , যেমন- প্রবন্ধ , গবেষণাপত্র এবং প্রতিবেদন । সাংবাদিকতার লেখা, উপস্থাপনা বা ভিডিওর শেষে আপনি একটি সংক্ষিপ্ত, কম আনুষ্ঠানিক গ্রন্থপঞ্জিও খুঁজে পেতে পারেন যখন লেখক মনে করেন যে তাদের উৎস উদ্ধৃত করা প্রয়োজন । প্রায় সকল একাডেমিক ক্ষেত্রে, একটি গ্রন্থপঞ্জি প্রয়োজন। গ্রন্থপঞ্জি অন্তর্ভুক্ত না করা (অথবা একটি অসম্পূর্ণ, ভুল, বা মিথ্যা গ্রন্থপঞ্জি অন্তর্ভুক্ত করা) একটি চৌর্যকর্ম হিসাবে বিবেচিত হতে পারে , যা ব্যর্থ গ্রেড, আপনার কোর্স বা প্রোগ্রাম থেকে বাদ পড়ার এবং এমনকি আপনার স্কুল থেকে স্থগিত বা বহিষ্কারের কারণ হতে পারে।

৮.৩.২ গ্রন্থপঞ্জির কাজ

একটি গ্রন্থপঞ্জি কিছু জিনিস সম্পাদন করে। এর মধ্যে রয়েছে: গবেষণার প্রশিক্ষককে দেখানো যে গবেষক তার অ্যাসাইনমেন্টের জন্য প্রয়োজনীয় গবেষণা করেছেন । গবেষণায় উদ্ধৃত লেখকদের তাদের গবেষণার জন্য কৃতিত্ব প্রদান করা। গবেষকের লেখা পড়া যে কেউ তার ব্যবহৃত উৎস খুঁজে পেতে এবং একই বা অনুরূপ বিষয়ে নিজস্ব গবেষণা পরিচালনা করতে সহজ করে তোলা। উপরন্তু, ভবিষ্যতের গবেষকরা যারা এই লেখার সাহায্য গ্রহণ করবেন, তারা গবেষকের গ্রন্থপঞ্জি ব্যবহার করে গবেষণা ক্ষেত্রের প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক উৎসগুলি শনাক্ত করতে পারবেন । পরবর্তী বিদ্যায়তনিক রচনাগুলির মাধ্যমে মূল উৎস থেকে কোর্সের তথ্য লিপিবদ্ধ করা গবেষকদের বুঝতে সাহায্য করতে পারে যে সময়ের সাথে সাথে সেই তথ্য কীভাবে উদ্ধৃত এবং ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এটি তাদের প্রতিযোগিতামূলক - এবং সম্ভবত পরস্পরবিরোধী বা সংশোধনমূলক - তথ্যের মুখোমুখি হয়ে তথ্য সত্য মিথ্যা নির্বাচন করতে সাহায্য করতে পারে। প্রায় সব ক্ষেত্রেই, একটি বই বা গবেষণা পত্রের শেষে একটি গ্রন্থপঞ্জি পাওয়া যায়। বিভিন্ন ধরণের গ্রন্থপঞ্জি: ভিন্ন ভিন্ন ধরণের একাডেমিক কাজের জন্য ভিন্ন ভিন্ন ধরণের

গ্রন্থপঞ্জির প্রয়োজন হয়। উদাহরণস্বরূপ, একজন কম্পিউটার বিজ্ঞানের অধ্যাপক গবেষণাপত্রের সাথে একটি টীকাযুক্ত গ্রন্থপঞ্জি জমা দেওয়ার জন্য গবেষককে অনুরোধ করতে পারেন কারণ এই ধরনের গ্রন্থপঞ্জি ব্যাখ্যা করে যে গবেষক প্রতিটি উৎসের নির্দেশ করার জন্য কোনটি কেন বেছে নিয়েছেন। বিশ্লেষণাত্মক গ্রন্থপঞ্জি একটি বিশ্লেষণাত্মক গ্রন্থপঞ্জি একটি কাজের পাণ্ডুলিপি থেকে প্রকাশিত বই বা নিবন্ধে যাত্রার নথিভুক্ত করে। এই ধরনের গ্রন্থপঞ্জিতে প্রতিটি উদ্ধৃত উৎসের ভৌত বৈশিষ্ট্য অন্তর্ভুক্ত থাকে, যেমন প্রতিটি কাজের পৃষ্ঠার সংখ্যা, ব্যবহৃত বাঁধাইয়ের ধরন এবং চিত্র। টীকাযুক্ত গ্রন্থপঞ্জি টীকাযুক্ত গ্রন্থপঞ্জি হল এমন একটি গ্রন্থপঞ্জি যেখানে টীকা থাকে, যা লেখক কেন প্রতিটি উৎস বেছে নিয়েছেন তা ব্যাখ্যা করে ছোট ছোট নোট। সাধারণত কয়েকটি বাক্য দীর্ঘ, এই নোটগুলি উৎসের সংক্ষিপ্তসার বা প্রতিফলন ঘটাতে পারে। একটি টীকাযুক্ত গ্রন্থপঞ্জি এবং সাহিত্য পর্যালোচনা এক নয় । একটি সাহিত্য পর্যালোচনা আলোচনা করে যে লেখক কীভাবে তার গবেষণা পরিচালনা করেছেন এবং সেই কাজ গবেষকের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত গবেষণার সামগ্রিক অংশের সাথে কীভাবে খাপ খায়, একটি টীকাযুক্ত গ্রন্থপঞ্জি কেবল ব্যাখ্যা করে যে গবেষক যে প্রতিটি উৎস ব্যবহার করেছেন তা তার কাজের সাথে কীভাবে প্রাসঙ্গিক। গণনামূলক গ্রন্থপঞ্জি একটি গণনামূলক গ্রন্থপঞ্জি হল গ্রন্থপঞ্জির সবচেয়ে মৌলিক ধরন। এটি গবেষণা পরিচালনার জন্য ব্যবহৃত উৎসগুলির একটি তালিকা, যা প্রায়শই নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য অনুসারে সাজানো হয়, যেমন লেখকদের শেষ নাম অনুসারে বর্ণানুক্রমিকভাবে অথবা বিষয় বা ভাষা অনুসারে গোষ্ঠীভুক্ত করা হয়।

৮.৩.৩ গ্রন্থপঞ্জির ভিন্নতা

গবেষণা কাজের জন্য ব্যবহৃত নির্দিষ্ট ধরণের গণনামূলক গ্রন্থপঞ্জিগুলির মধ্যে রয়েছে:

জাতীয় গ্রন্থপঞ্জি: একটি জাতীয় গ্রন্থপঞ্জি একটি নির্দিষ্ট অঞ্চল বা জাতির প্রকাশিত উৎসগুলিকে গোষ্ঠীভুক্ত করে। অনেক ক্ষেত্রে, এই গ্রন্থপঞ্জিগুলি প্রকাশিত হওয়ার সময়কাল অনুসারে কাজগুলিকেও গোষ্ঠীভুক্ত করে।

ব্যক্তিগত গ্রন্থপঞ্জি: একটি ব্যক্তিগত গ্রন্থপঞ্জিতে একই লেখক বা লেখকদের গোষ্ঠীর একাধিক কাজের তালিকা থাকে। প্রায়শই, ব্যক্তিগত গ্রন্থপঞ্জিতে এমন কাজ অন্তর্ভুক্ত থাকে যা অন্য কোথাও খুঁজে পাওয়া কঠিন, যেমন অপ্রকাশিত কাজ।

কর্পোরেট গ্রন্থপঞ্জি: একটি কর্পোরেট গ্রন্থপঞ্জিতে, উৎসগুলিকে একটি নির্দিষ্ট সংস্থার সাথে তাদের সম্পর্ক অনুসারে গোষ্ঠীভুক্ত করা হয়। উৎসগুলি কোনও সংস্থার সম্পর্কে হতে পারে, সেই সংস্থার দ্বারা প্রকাশিত হতে পারে, অথবা সেই সংস্থার মালিকানাধীন হতে পারে।

বিষয় গ্রন্থপঞ্জি: বিষয়ভিত্তিক গ্রন্থপঞ্জি গোষ্ঠী তাদের আওতায় থাকা বিষয় অনুসারে কাজ করে। সাধারণত, এই গ্রন্থপঞ্জিগুলিতে প্রাথমিক এবং গৌণ উৎসের তালিকা থাকে, যেখানে অন্যান্য ধরণের গণনামূলক গ্রন্থপঞ্জি, যেমন ব্যক্তিগত গ্রন্থপঞ্জি, নাও থাকতে পারে।

অন্যান্য ধরণের গ্রন্থপঞ্জি: কিছু ক্ষেত্রে, এখানে তালিকাভুক্ত বিন্যাস ব্যতীত অন্য কোনও গ্রন্থপঞ্জি বিন্যাস ব্যবহার করা যুক্তিসঙ্গত। এর মধ্যে রয়েছে:

একক লেখকের গ্রন্থপঞ্জি: এই ধরণের গ্রন্থপঞ্জি তালিকা একজন লেখকের দ্বারা তৈরি। নির্দিষ্ট কিছু কাজের ক্ষেত্রে, যেমন-একজন লেখকের দু'টি বইয়ের তুলনামূলক প্রবন্ধ, আপনার গ্রন্থপঞ্জিটি ডিফল্টরূপে একটি একক লেখকের গ্রন্থপঞ্জি। এই ক্ষেত্রে, গবেষক উৎসগুলি কীভাবে ক্রমানুসারে রাখবেন তা বেছে নিতে পারেন, যেমন-প্রকাশনার তারিখ অনুসারে অথবা বর্ণানুক্রমিকভাবে শিরোনাম অনুসারে।

নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জি: নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জি হল এমন একটি গ্রন্থপঞ্জি যেখানে শুধুমাত্র লেখকের পরামর্শ নেওয়া কিছু উৎসের তালিকা থাকে। সাধারণত, এগুলিই গবেষণা কাজের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উৎস। গবেষক যদি এমন বিভিন্ন কিছু উৎস দেখে থাকেন যেগুলো তিনি তার কাজে সরাসরি উদ্ধৃত করেননি, তাহলে তিনি একটি নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জি লিখতে পারেন। একটি নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জি একটি টীকাযুক্ত গ্রন্থপঞ্জিও হতে পারে।

অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন

১। গ্রন্থপঞ্জির সাধারণ পরিচয় দিন। (১৫০ শব্দের মধ্যে)

২। গ্রন্থপঞ্জির উদ্দেশ্য, কাজ, ভিন্নতা সম্পর্কে আলোকপাত করুন। (১৫০ শব্দের মধ্যে)

৮.৪ গ্রন্থপঞ্জির সংকলনের নিয়ম

একটি গ্রন্থপঞ্জি কীভাবে গঠন করা হয়? এই প্রশ্নের উত্তরে বলতে হয় বিভিন্ন গ্রন্থপঞ্জি রীতি গাইডের গ্রন্থপঞ্জির জন্য নিজস্ব বিন্যাসের নিয়ম রয়েছে, তবুও সমস্ত গ্রন্থপঞ্জি প্রায় একই কাঠামো অনুসরণ করে। গ্রন্থপঞ্জি গঠনের সময় বিশেষ স্মর্তব্য বিষয়গুলির মধ্যে রয়েছে: প্রতিটি গ্রন্থপঞ্জি পৃষ্ঠার একটি হেডার থাকে। আপনি যে স্টাইল গাইড ব্যবহার করছেন সেই অনুযায়ী এই হেডারটি ফর্ম্যাট করুন। প্রতিটি গ্রন্থপঞ্জির একটি শিরোনাম থাকে, যেমন "উদ্ধৃত কাজ," "রেফারেন্স," অথবা কেবল "গ্রন্থপঞ্জি।" গ্রন্থপঞ্জি হল তালিকা। লেখকদের শেষ নাম বা শিরোনাম অনুসারে আপনার উৎসগুলিকে বর্ণানুক্রমিকভাবে তালিকাভুক্ত করতে হবে—গবেষকের গৃহীত নিয়ম অনুসারে যেটি প্রযোজ্য। ব্যতিক্রম হল একক লেখকের গ্রন্থপঞ্জি। গ্রন্থপঞ্জিগুলি সুস্পষ্ট ফন্টে হওয়া উচিত, সাধারণত মূল লেখার ফন্টের মতোই। উপরে যেমন উল্লেখ করা হয়েছে, বিভিন্ন ধরণের গবেষণাপত্রের জন্য বিভিন্ন ধরণের গ্রন্থপঞ্জি

প্রয়োজন। উদাহরণস্বরূপ, গবেষক তার শিল্প ইতিহাসের জন্য একটি বিশ্লেষণাত্মক গ্রন্থপঞ্জি লিখতে পারেন কারণ এই ধরণের গ্রন্থপঞ্জি তাকে তার উৎসগুলির জন্য ব্যবহৃত নির্মাণ পদ্ধতিগুলি কীভাবে তাদের বিষয়বস্তুকে প্রভাবিত করে এবং তদ্বিপরীতভাবে আলোচনা করার জন্য জায়গা দেয়। কোন ধরণের গ্রন্থপঞ্জি লিখতে হবে তা যদি গবেষক নিশ্চিত না হন, তাহলে প্রশিক্ষককে জিজ্ঞাসা করতে পারেন।

অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন

৩। গ্রন্থপঞ্জি সংকলনের নিয়ম সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করুন। (২০০ শব্দের মধ্যে)

৮.৫ অন্যান্য নথিপত্র সহযোগে পরিশিষ্ট নির্মাণের কৌশল

প্রয়োজন হলে গবেষণার সন্দর্ভে পরিশিষ্ট অংশ সংযোজন করার দরকার হয়। সাধারণত উপসংহারের শেষে (গবেষণা সন্দর্ভের শেষ দিকে) পরিশিষ্ট সংযোজিত হয়। পরিশিষ্টে কী থাকবে তা গবেষক স্বয়ং স্থির করেন। তবে কোন গবেষণা ক্ষেত্রকর্ম বা সন্দর্ভ করে সম্পন্ন হলে তার Questionnaire, Information Format, গুরুত্বপূর্ণ সার্ভের উপাদান (Field Data)-ইত্যাদি বিষয়গুলি পরিশিষ্ট অংশে থেকে থাকে।

৮.৫.১ গ্রন্থপঞ্জি তৈরিতে গৃহীত সচেতনতা

যে ভাষায় গবেষণা হচ্ছে, সে ভাষার গ্রন্থপঞ্জি প্রথমে, এর পরে ইংরাজি ও পরে অন্যান্য ভাষার রচনারাজির অবস্থান। অন্যান্য ভাষার ক্ষেত্রে গ্রন্থ বা রচনাটি কোন ভাষায় রচিত তার উল্লেখ থাকবে।

৮.৫.২ কীভাবে একটি গ্রন্থপঞ্জি সংকলিত হয়

"গ্রন্থপঞ্জি" শব্দটি কোনও গবেষণাধর্মী কাজের শেষে উদ্ধৃত উৎসের তালিকার জন্য একটি সাধারণ ধারণা। বিভিন্ন স্টাইল গাইড গ্রন্থপঞ্জি বোঝাতে বিভিন্ন পরিভাষা ব্যবহার করে। উদাহরণস্বরূপ, MLA ফর্ম্যাট একটি গবেষণাপত্রের গ্রন্থপঞ্জিটিকে তার Workcited পৃষ্ঠা হিসাবে উল্লেখ করে। APA এটিকে রেফারেন্স পৃষ্ঠা হিসাবে উল্লেখ করে। গবেষক যে স্টাইল গাইড ব্যবহার করুন না কেন, একটি গ্রন্থপঞ্জি লেখার প্রক্রিয়াটি সাধারণত একই রকম হয়। বিভিন্ন স্টাইল গাইডের মধ্যে প্রাথমিক পার্থক্য হল গ্রন্থপঞ্জি কীভাবে ফর্ম্যাট করা হয়। একটি গ্রন্থপঞ্জি লেখার প্রথম ধাপ হল গবেষকের গবেষণায় ব্যবহৃত উৎস সম্পর্কে সমস্ত প্রাসঙ্গিক তথ্য সংগঠিত করা। উৎস সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক তথ্য, গবেষক যে ধরণের গ্রন্থপঞ্জি লিখছেন এবং তার স্টাইল গাইডের উপর নির্ভর করে পরিবর্তিত হতে পারে। যে স্টাইল গাইড ব্যবহার করছেন তার সাথে পরামর্শ করে প্রতিটি উৎস সম্পর্কে কোন তথ্য অন্তর্ভুক্ত করতে হবে তা নির্ধারণ করতে হবে। গবেষক যদি নিশ্চিত না হন যে কী অন্তর্ভুক্ত করবেন, অথবা কোন রীতি (স্টাইল) ব্যবহার করবেন তা নিশ্চিত না হন, তাহলে প্রশিক্ষকের সহায়তা গ্রহণ করা উচিত। পরবর্তী

ধাপ হল ব্যবহৃত স্টাইল গাইড অনুসারে উৎসগুলি ফর্ম্যাট করা। এমএলএ , এপিএ এবং শিকাগো ম্যানুয়াল অফ স্টাইল হল গবেষণাধর্মী লেখায় সর্বাধিক ব্যবহৃত স্টাইল গাইডগুলির মধ্যে অন্যতম।

৮.৫.৩ MLA ফর্ম্যাট

MLA সাধারণত ইংরেজি এবং ইতিহাসের মতো মানবিক বিষয়ে লেখার জন্য ব্যবহৃত হয়। এই কারণে, এতে নাটক, ভিডিও এবং ভিজ্যুয়াল আর্টের মতো উৎস উদ্ধৃত করার জন্য নির্দেশিকা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এমএলএ ফর্ম্যাটে, গবেষণা উদ্ধৃত এভাবে করা হয়: পদবি, লেখকের নাম। বইয়ের শিরোনাম । প্রকাশনার শহর, প্রকাশক, প্রকাশনা তারিখ। যদি উদ্ধৃত বইটি ১৯০০ সালের আগে প্রকাশিত হয়, একাধিক দেশে অফিস আছে এমন প্রকাশকের কাছ থেকে আসে, অথবা গুয়াহাটির মূলত অজানা এমন প্রকাশকের কাছ থেকে আসে, তাহলে বইটির প্রকাশনার শহরটি অন্তর্ভুক্ত করা হয়। অন্যথায়, এটি বাদ দেওয়া যেতে পারে। সাময়িক পত্রিকা বা পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধের লেখাগুলি এই বিন্যাসে উদ্ধৃত করা হয়েছে: "প্রবন্ধের শিরোনাম।" পত্রিকার শিরোনাম, দিন মাস বছর, পৃষ্ঠা।

৮.৫.৪ APA ফর্ম্যাট

APA ফর্ম্যাটে হল মনোবিজ্ঞান, নার্সিং, ব্যবসা এবং সামাজিক বিজ্ঞানের জন্য সাধারণত ব্যবহৃত ফর্ম্যাট । APA ফর্ম্যাটে, উৎসগুলো এভাবে উদ্ধৃত করা হয়: পদবি, নাম। (প্রকাশনার বছর)। কাজের শিরোনাম। প্রকাশকের নাম। ডিজিটাল অবজেক্ট আইডেন্টিফায়ার (DOI)। পত্রিকার পঞ্জিভুক্ত করার নিয়ম: লেখক। (প্রকাশের বছর)। প্রবন্ধের শিরোনাম। সাময়িকীর শিরোনাম , খণ্ড সংখ্যা (সংখ্যা নম্বর) , নিবন্ধের পৃষ্ঠা পরিসর (অর্থাৎ, ১০-১৫)। URL।

৮.৫.৫ শিকাগো ম্যানুয়াল অফ স্টাইল ফর্ম্যাট

শিকাগো ম্যানুয়াল অফ স্টাইল (CMS) লেখকদের দু'টি ভিন্ন উপায়ে গ্রন্থপঞ্জি বিন্যাস করার অনুমতি দেয়: নোট এবং গ্রন্থপঞ্জি সিস্টেম এবং লেখক-তারিখ সিস্টেম। প্রথমটি সাধারণত মানবিক বিভাগে ব্যবহৃত হয়, যেখানে দ্বিতীয়টি সাধারণত বিজ্ঞান এবং সামাজিক বিজ্ঞানে ব্যবহৃত হয়। উভয় পদ্ধতিতেই একটি কাগজের মূল পৃষ্ঠায় উদ্ধৃতি দেওয়ার জন্য নির্দেশিকা এবং সেই সাথে একটি গ্রন্থপঞ্জি তালিকা অন্তর্ভুক্ত থাকে যা কাগজের পরে থাকে। এই তালিকার নাম গ্রন্থপঞ্জি। CMS-এ, বইগুলি এভাবে উদ্ধৃত করা হয়: পদবি, লেখকের নাম। বইয়ের শিরোনাম । প্রকাশনার স্থান: প্রকাশক, বছর প্রকাশনা। পত্রিকায় লেখাগুলি এই বিন্যাসে উদ্ধৃত করা হয়েছে: পদবি, প্রথম নাম। "প্রবন্ধের শিরোনাম।" জার্নাল শিরোনাম খণ্ড নম্বর ৫৮, সংখ্যা (প্রকাশের বছর): প্রবন্ধের পৃষ্ঠা সংখ্যা (অর্থাৎ, ১০-১৫)।

অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন

৪। পরিশিষ্ট নির্মাণের কৌশল সম্পর্কে আলোচনা করুন। (২০০ শব্দের মধ্যে)

৮.৬ অধ্যায়টি পাঠ করে আমরা কী শিখলাম

এই অধ্যায় পাঠ করে শিক্ষার্থী—

- গবেষণায় গ্রন্থপঞ্জি সংযোজনের নিয়ম বিষয়ে জানতে পারলেন।
- গবেষণায় পরিশিষ্ট নির্মাণের কৌশল শিখতে পারলেন।
- গ্রন্থপঞ্জি ও পরিশিষ্ট নির্মাণের কৌশল আয়ত্ব করে ভবিষ্যতে তার সুষ্ঠু প্রয়োগ করতে পারলেন।

৮.৭ অতিরিক্ত পঠন

- ইসলাম, শেখ মকবুল (২০১২); গবেষণার পদ্ধতিবিজ্ঞান সাহিত্য-সমাজ-সংস্কৃতি; কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ
- ইসলাম ফখরুল, রাসুল মোহাম্মদ ইপ্তেখার সুলতানা নাসরিন এবং দাস সম্পা(২০১৭); থিসিস গবেষণা পদ্ধতি; ঢাকা : কালিকলম প্রকাশনা সংস্থা
- চট্টোপাধ্যায়, কৃষ্ণদাস(২০০৫); সামাজিক গবেষণা : পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া; কলকাতা: আরামবাগ বুক হাউস
- পাল, দেবাশিস (২০১৯); গবেষণা পদ্ধতি ও রাশিবিজ্ঞানের কৌশল; কলকাতা: রীতি বুক এজেন্সী
- পাল শ্রাবণী ও দাস বেলা (সম্পা) (২০১১) গবেষণা তত্ত্বতালাশ; কলকাতা: পারুল প্রকাশনী
- বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরভি (২০২০); গবেষণা : প্রকরণ ও পদ্ধতি; কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং
- মুখোপাধ্যায়, জগমোহন (২০২০); গবেষণাপত্র অনুসন্ধান ও রচনা; কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স
- সাইফুদ্দীন, কাজী (২০২১); গবেষণা পদ্ধতি; ঢাকা : আবীর পাবলিকেশন্স
- সেন, দীপক (২০২২); সাহিত্য-গবেষণা; গুয়াহাটি : বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতি সমাজ

৮.৮ অগ্রগতি নির্ধারক উত্তর-সংকেত

১। গ্রন্থপঞ্জি হল কোনো প্রবন্ধ বা গবেষণা পত্র লেখার সময় একজন গবেষক যে সকল উৎসের সহায়তা গ্রহণ করেছেন তার একটি তালিকা। প্রবন্ধটি লেখার জন্য তথ্য সংগ্রহ করতে ব্যবহৃত প্রতিটি বই, নিবন্ধ, এমনকি অডিও এবং ভিডিও তথা ব্যবহৃত আন্তর্জাল গ্রন্থপঞ্জিতে উদ্ধৃত করতে হবে যাতে গাইড বা প্রশিক্ষক (এবং অন্যরা যারা এটি পড়বেন) তথ্য, পরিসংখ্যান এবং আনুষঙ্গিক উপকরণ সহজে খুঁজে বের করতে পারেন।... এই ভাবে উত্তরটি সাজিয়ে লিখুন। (দ্রষ্টব্য ৮.৩)

২। গ্রন্থপঞ্জি হল একজন লেখকের লেখা তৈরির জন্য ব্যবহৃত উৎসের তালিকা। এটি প্রায় প্রতিটি ধরনের একাডেমিক লেখার সাথে থাকে , যেমন প্রবন্ধ , গবেষণাপত্র এবং প্রতিবেদন..... একটি গ্রন্থপঞ্জি

কিছু জিনিস সম্পাদন করে। এর মধ্যে রয়েছে: গবেষণার প্রশিক্ষককে দেখানো যে গবেষক তার অ্যাসাইনমেন্টের জন্য প্রয়োজনীয় গবেষণা করেছেন । গবেষণায় উদ্ধৃত লেখকদের তাদের গবেষণার জন্য কৃতিত্ব প্রদান করা। এই ভাবে উত্তরটি সাজিয়ে তৈরি করুন। (দ্রষ্টব্য ৮.৩.১-৮.৩.২)

৩। একটি গ্রন্থপঞ্জি কীভাবে গঠন করা হয়? এই প্রশ্নের উত্তরে বলতে হয় বিভিন্ন গ্রন্থপঞ্জি রীতি গাইডের গ্রন্থপঞ্জির জন্য নিজস্ব বিন্যাসের নিয়ম রয়েছে, তবুও সমস্ত গ্রন্থপঞ্জি প্রায় একই কাঠামো অনুসরণ করে। গ্রন্থপঞ্জি গঠনের সময় বিশেষ স্মর্তব্য বিষয়গুলির মধ্যে রয়েছে: প্রতিটি গ্রন্থপঞ্জি পৃষ্ঠার একটি হেডার থাকে। এই ভাবে উত্তরটি সাজিয়ে লিখুন। (দ্রষ্টব্য ৮.৪)

৪। প্রয়োজন হলে গবেষণার সন্দর্ভে পরিশিষ্ট অংশ সংযোজন করার দরকার হয়। সাধারণত উপসংহারের শেষে (গবেষণা সন্দর্ভের শেষ দিকে) পরিশিষ্ট সংযোজিত হয়। পরিশিষ্টে কী থাকবে তা গবেষক স্বয়ং স্থির করেন। এইভাবে উত্তরটি সাজিয়ে লিখুন। (দ্রষ্টব্য ৮.৫)

⑦ ৮.৯ আদর্শ প্রশ্নাবলি

১। গ্রন্থপঞ্জির সাধারণ পরিচয় দিন।
২। গ্রন্থপঞ্জির উদ্দেশ্য, কাজ, ভিন্নতা সম্পর্কে আলোকপাত করুন।
৩। গ্রন্থপঞ্জি সংকলনের নিয়ম সম্পর্কে লিখুন।
৪। পরিশিষ্ট নির্মাণের কৌশল সম্পর্কে আলোচনা করুন।

*** *** ***